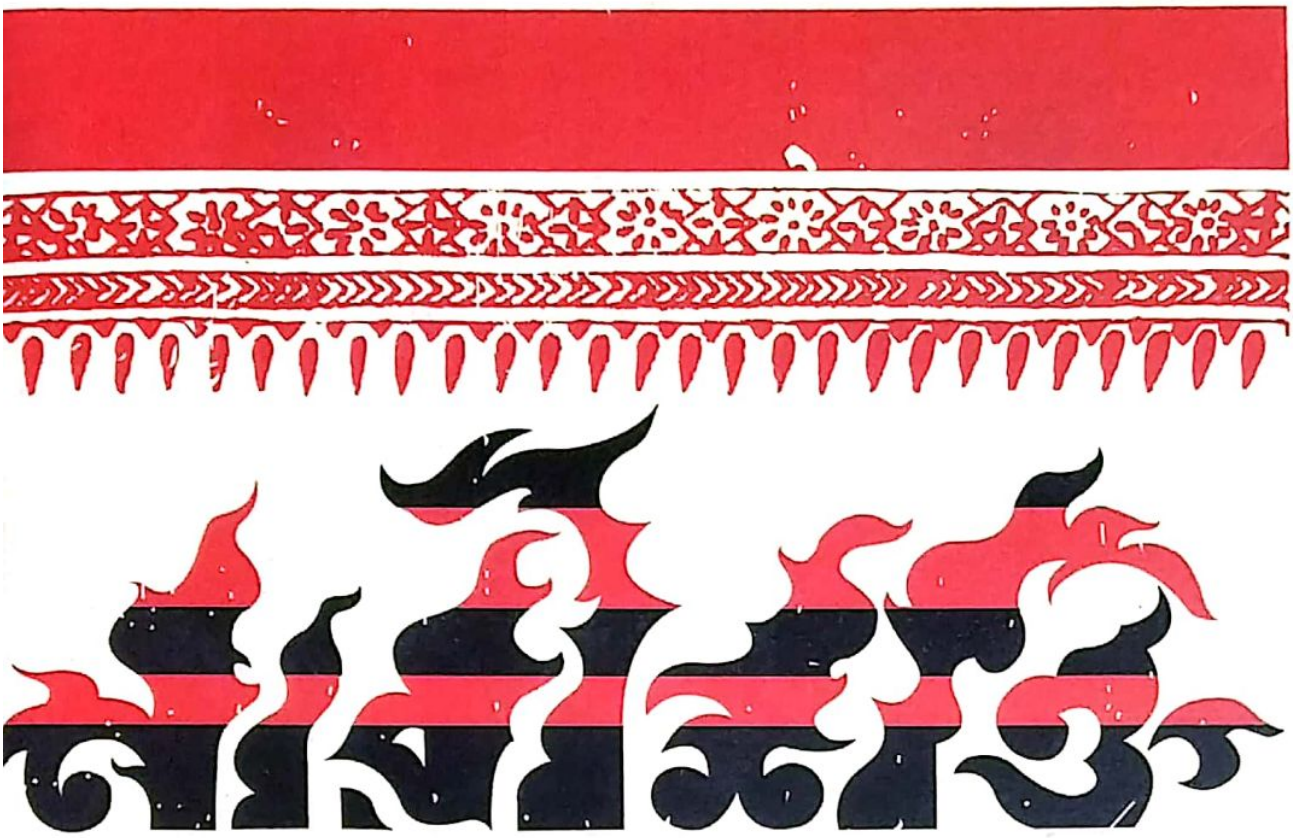

অগ্নিস্নাত

এক অন্তর্লীন যুদ্ধগাথা

সংকলন ও সম্পাদনা

রুচিরা চন্দ

Scanned by CamScanner

NARISHOKTI: EK ANTORLIN JUDDHOGATHA
Collected and Edited by Ruchira Chanda

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০২২

© তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

ISBN: 978-93-93534-04-0

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
সিদ্ধায় অ্যাপার্টমেন্ট
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল: +৯১ ৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রণ
জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

উদ্যোক্তা: তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

বিনিময়
ছয়শত টাকা

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

'নারীশক্তি: এক অন্তর্লীন যুদ্ধগাথা'-র সংকলক ও সম্পাদক ড. রুচিরা চন্দ-কে আমি চিনি তার তরুণীবেলা থেকেই। এলাকার কৃতী-ছাত্রী ছিল সে, খুব ভালো ফলের অধিকারী প্রেসিডেন্সি কলেজের এই প্রাক্তনী। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাসে আবার দেখাশোনা। এরপর এমফিল ও পিএইচ ডি. গবেষণা ও তার সম্পূর্ণ হয়েছিল আমারই তত্ত্বাবধানে। আজ সে তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের 'মহিলা শাখা'র বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপিকা। তার লেখাপড়ার আগ্রহ, শ্রম, নিষ্ঠা আজ তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, প্রাণিত করেছে এমন একটি সৃজনশীল কাজে উদ্যোগী হতে। দৈনন্দিন ক্লাস নেওয়া, পাঠক্রম শেষ করা, পরীক্ষা সংক্রান্ত হাজারো সুনির্দিষ্ট কাজের বাইরে গিয়েও সে এমন একটি গ্রন্থ পরিকল্পনায় উদ্যোগী হয়েছে বলে, শিক্ষক হিসেবে আমি আনন্দিত।

আমাদের সমাজে আজও নারীর সম্পূর্ণ ক্ষমতায়ন ঘটেনি। রোজ সকালের কাগজ খুললেই দিনের আলো ক্রমে যেন কমে আসে, চারদিকের কালোর আগ্রাসী ভূমিকায়। নারীর অবস্থান নিয়েই গ্রন্থের পরিকল্পনা, যা বিস্তৃত হয়েছে চেনাজানা পরিবেশ থেকে অচেনা অজানা দূরবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত। মোট ২৮টি সুলিখিত প্রবন্ধে নারীর ঘরে-বাইরের লড়াইকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির সূচিপত্র দেখলেই পাঠক তা বুঝবেন। এমন বই আরো হোক, পাঠক আগ্রহী হয়ে উঠুন, ভাবুন, লিখুন সবাই।

সম্মিলিত এই প্রয়াসে, হয়তো একদিন নারীও পাবে তার কাজের যোগ্য স্বীকৃতি, সমাদর। ততদিন এই ধরনের ভাবনাচিন্তার চর্চা চলুক সমাজে। সেই চর্চায় আমিও নিরন্তর প্রয়াসী। আসুন আপনারাও সামিল হ'ন এক সাম্যের প্রচেষ্টায়। গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

ড. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংরাগ
৩৭/১৭এ, নাকতালা রোড,
কলকাতা-৪৭
২৪.৫.২২

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

নারী-শক্তির বীরত্বগাথা	১৫	হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃষিক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা	২৪	লাবনী বাগ
আবু ইসহাক্-এর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী': এক নারী-জীবনের লড়াইয়ের কাহিনি	৩১	লিপিকা ঘোষাল
গণপরিসরে নারীর ক্ষমতায়ন: ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর প্রেক্ষিতে	৩৮	অনিকেত গোস্বামী
ঘর গৃহস্থের রোজনামচা: নারী উপেক্ষা ও উত্তরণের ইতিহাস	৪৫	তাপস দাস ও সুদেষ্ণা মিত্র
নারীশক্তির জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ	৫৩	উজ্জ্বল হালদার
উনিশ শতকের রঙ্গমঞ্চে তিন বীরাঙ্গনার ভূমিকা	৬২	রানু বিশ্বাস
ভালোবাসার স্বরূপ-সন্ধান: নারীমন ও মনন	৬৭	শাশ্বতী ভট্টাচার্য
'সতী' প্রবাদ না বাস্তব: একটি সমীক্ষাত্মক পর্যালোচনা	৭৫	অরুণিমা গুঁই
রাঢ় কেন্দ্রিক বাংলা আঞ্চলিক কবিতায় নারী: আবহমান জীবনের গান	৮১	পৌলোমী রায়
নারীবাদী ভাবনার সহজপাঠ: আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প	৮৬	পিন্টু রায়চৌধুরী
স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীশিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ	১১৬	আশিস দাস
লোককথায় বৃদ্ধাচরিত্র: নারী— জীবনের এক অন্তর্লীন সংগ্রাম	১২৬	রূপসা বন্দ্যোপাধ্যায়

Scanned by CamScanner

নারীবাদী ভাবনার সহজপাঠ: আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প

পিন্টু রায়চৌধুরী

সাহিত্যে নারীবাদী পটভূমি

বর্তমান বিশ্ব চূড়ান্ত নারী স্বাধীনতার দ্যোতক হলেও, সাহিত্যে নারীবাদী ভাবনার প্রকৃত সূত্রপাত ঘটেছিল সপ্তদশ শতকের অন্তিম লগ্নে। প্রথম নারীবাদী স্বর ধ্বনিত হয়েছিল ইংরাজি ভাষার লেখিকার কণ্ঠে; এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য মেরি এস্টেলের নাম। তাঁর রচিত 'এ সিরিয়াস প্রপোজাল টু দ্য লেডিস', পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু (১৬৯৪ ও ১৬৯৭ খ্রি.) গ্রন্থে মেরি চেয়েছিলেন নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে শিক্ষার সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। শিক্ষিত না-হয়ে একজন মেয়ের কখনোই বিয়ে করা উচিত নয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল, 'যদি সব পুরুষ স্বাধীন রূপে জন্মায় তাহলে মেয়েরা কেন জন্মগ্রহণ করে দাস রূপে?' এরপর পাশ্চাত্য শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসি বিপ্লবের হাত ধরে সমাজে নারীবাদী ভাবনার উন্মুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও সেই সময় নারী আন্দোলনের কর্মী ও তাত্ত্বিকেরা অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত গৃহবধূ। শিক্ষা, চাকরি ও বিবাহে নারীর স্বার্থ রক্ষায় সহমত গড়ে তোলাই ছিল তাদের লেখালেখির প্রধান বিষয়। শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন অভিজাত পুরুষের সান্নিধ্য বা সহযোগিতার ঘেরাটোপ ছেড়ে এসে, নারীর স্বতন্ত্র লড়াই সংগঠিত হতে অনেকটা সময় লেগেছিল। ১৭৯২ সালে লেখা দুটি গ্রন্থে নারীর অধিকার বিষয়টি প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জুডিথ সার্জেন্ট মারের লেখা 'অন দি ইকুয়ালিটি অফ সেক্স' এবং মেরি উইলস্টোনক্রাফট-এর লেখা 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ উইমেন'। তখন ছিল পৃথিবী জোড়া পুঁজিবাদের উষাকাল। শিল্পদানব গুটি গুটি পায়ে পথচলা শুরু করেছিল। ধর্ম বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা পুঁজিবাদের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়লে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন নিজের নিজের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক দোলাচলতার মধ্যে নারীদের কথা একেবারে চাপা পড়ে গেল। অবশেষে পথ দেখালেন সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিক মার্কস, এঙ্গেলস, জন স্টুয়ার্ট মিল, হারিয়াট টেলার, প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

প্রাথমিক ভাবে নারীভাবনার বিষয় ছিল দুটি— মেয়েদের ভোটাধিকার এবং ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ। ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ মেয়েরা ভোটাধিকার পেল, ১৯২০ সালে পেল মার্কিন মেয়েরা। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে তা অর্জন করতে আরো প্রায় দশ বছর লেগে গেল। ১৮৪৮ সালে নারীর অধিকার বিষয়ক প্রথম সভা সেনেকা ফলস কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরই প্রকাশিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ইশতেহার 'দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', ১৮৬৭ সালে মার্কসের 'ক্যাপিটাল', এবং ১৮৬৯ সালে জন

Scanned by CamScanner

"সুমিত্রা সত্যিই মাথা তুলতে পারছে না। একটা মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করার ক্ষমতা হলো না বলেই হয়তো যন্ত্রণায় মাথাটা ছিড়ে পড়ছে তার। কিন্তু কোন মেয়েটার?"

গল্পের নামকরণে যে 'ইজ্জত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ ভাবে বাসন্তীর মেয়ের চরিত্র ভুলুণ্ঠিত হবার পূর্বেই, পরোক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীর মিছে দাম্পত্য সুখের দিকেই আঙ্গুলী নির্দেশ করছে। তাই সর্বশেষ উক্তিটি মাত্র দুটি শব্দেই বিস্ফোরিত সত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লেখক যখন বলেন 'কোন মেয়েটার?' একই সঙ্গে সভ্যতা, শিক্ষা, ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের মুখোশকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

আলোচিত তিনটি গল্পেই 'ছিন্নমস্তা', 'তুচ্ছ' ও 'ইজ্জত', প্রকৃত নারী ভাবনার বিচ্ছুরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নারীভাবনা বা নারীবাদী ভাবনার মূল শর্তগুলি যথাক্রমে— নারীর স্বকীয় মনুষত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শিক্ষা, সম্পত্তি, সু-স্বাস্থ্য ও যৌনতার অধিকার, কর্মের অথবা ধর্মের স্বাধীনতা, প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে নিবৃত্তি, সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রচিত মায়াজাল ছিন্ন করে নিজের আকাঙ্ক্ষার জগতে নিজের মুক্তি কামনা করাই নারীবাদ। সেই লক্ষ্যে বিংশ শতকের লেখক হিসেবে আশাপূর্ণা দেবী অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর সমস্ত গল্পে সহজ-সরল ভাষায় নারীবাদী ভাবনার বিচিত্র বর্ণছটা ফুটে উঠেছে। অপরদিকে, আমাদের সমাজজীবনের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের দিনলিপি বর্ণনা করেছেন। তাদের চেতন-অবচেতনের বর্ণনায় তাঁর লেখনী যথার্থই সত্য ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। এই কারণেই, জয়াবতী-প্রতিভা, অরুণিমা-সুরূপা, বাসন্তী-সুমিত্রা, এইসব চরিত্ররা হয়ে ওঠে আমাদের চলমান সমাজের বিদ্রুপ ও বিদ্রোহের প্রতীক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আর এক আশাপূর্ণা : আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৪

২. আশাপূর্ণা দেবী: উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪

৩. আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন: নবনীতা দেবসেন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা

৪. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা:লি:, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮০

৫. বাংলা উপন্যাসে কালান্তর: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩

৬. আশাপূর্ণা: নারী পরিসর: তপধীর ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৯

৭. উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি: স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ বসু সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩

Scanned by CamScanner